বিধু মাস্টার

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

BANGLADARSHAN.COM

॥বিধু মাস্টার॥

বিধু মাস্টারের কথা আমি কখনও ভুলতে পারব না। তাঁর স্মৃতি হয়তো আজীবন আমায় বহন করে বেড়াতে হবে। মাত্র ক'টা মাস তিনি আমার কাছে এসেছিলেন, তারপর চলে গেলেন—শুধু এই ক্ষণিকের পরিচয় আজ অমর হয়ে রয়েছে।

বেশ মনে আছে, সে দিনটা রবিবার। আমি সকালবেলা কৌমুদী খুলে ধাতুরূপ মুখস্থ করছি চোখ বন্ধ করে দুলে দুলে, এমন সময় বাইরে কে যেন ডাকলেন, হারাণবাবু আছেন? হারাণবাবু।

আমি জানলা দিয়ে মুখ বার ক'রে প্রশ্ন করলুম, কাকে চাই?

—এখানে হারাণবাবু বলে কি কেউ থাকেন?

—থাকেন। তিনি আমার কাকা।

—তাঁকে একবার ডেকে দাও তো।

—কি দরকার?

BANGLADARSHAN.COM

—তাঁর কি একজন টিউটর চাই?

সত্যিই তো মেজকাকা আমাদের জন্য একজন টিউটর চাই ব'লে খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। কথাটা আমি একেবারে ভুলেই গেছলুম। বললুম, আপনি বুঝি সেই বিজ্ঞাপন দেখেই আসছেন?

—হ্যাঁ।

—তা ভেতরে এসে বসুন। আমি মেজকাকাকে ডেকে দিচ্ছি।

ছিপ্‌ছিপে লম্বা, কালোপানা লোকটা অত্যন্ত দ্বিধায়, অতি সন্তর্পণে আমাদের বৈঠকখানায় প্রবেশ করলেন। আমি বললুম, বসুন আপনি।

তিনি ভয়ে ভয়ে যেন একবার আমার দিকে তাকিয়ে একখানা পাশের বেঞ্চে বসলেন। আনাড়ী লোকটাকে দেখে আমার মাস্টারের প্রতি সকল শ্রদ্ধা তিরোহিত হল। বললুম, ঐ চেয়ারটায় বসুন না।

তিনি প্রথমে বললেন, থাক্ থাক্। তারপর একখানা চেয়ারে গিয়ে বসলেন। আমি ফ্যানটা খুলে দিয়ে আস্তে আস্তে ওপরে চলে গেলুম মেজকাকাকে ডেকে দিতে। মেজকাকা উঠে এলেন, আমিও এলুম তাঁর পিছু পিছু, আর এল ঝণ্টু, মিণ্টু, চাঁদু ও রেবা। মেজকাকা বৈঠকখানায় ঢুকতেই তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে হাত জোড় করে তাঁকে নমস্কার করলেন। মেজকাকা বললেন, আপনি তো আজ সকালের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে আসছেন?

তিনি বললেন, হ্যাঁ।

মেজকাকা আবার বলতে আরম্ভ করলেন, এই পাঁচটি ছেলে-মেয়েকে পড়াতে হবে। রাতে তিন ঘণ্টা। মাইনে তো লিখেই দিয়েছি সাত টাকা। কামাই চলবে না।

তিনি বললেন, না, কামাই করবোই বা কেন?

মেজকাকা বললেন, তা আপনি থাকেন কোথায়?

–শ্রীনাথ দাস লেনে।

–আপনার নাম?

–শ্রীবিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায়।

–কদ্দুর লেখাপড়া আছে?

–ম্যাট্রিক পাস।

কথাটা শুনে মেজকাকা ঠোঁট কামড়াতে লাগলেন, টেবিলের ওপর বারকয়েক ডান হাত দিয়ে আঘাত করলেন। তারপর বললেন, আপনি ফোর্থ ক্লাসের ছেলেকে পড়াতে পারবেন তো?

BANGLADARSHAN.COM

ফোর্থ ক্লাসে পড়ি কেবল আমি। এদের দলের মধ্যে বয়সে সব চেয়ে বড়। আমার বুক গর্ব্বে ফুটে উঠল। আমি বিধু মাস্টারের মুখে দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলুম। তিনি বললেন, তা আর পারব না কেন?

মেজকাকা বললেন, বেশ ভাল। সোমবার থেকে কাজে লাগবেন। সন্ধ্যা ছ'টার সময় ঠিকমত আসবেন। তারপর আমাদের বললেন, ইনি তোদের নতুন মাস্টার, এনার কাছে মন দিয়ে পড়বি। বুঝলি?

তারপর সোমবার দিন তিনি এলেন ঠিক ছ'টার সময়ে। আমাদের সকলের নাম জিজ্ঞেস করলেন–আমাদের বইগুলো উল্‌টে পাল্‌টে দেখলেন–বেশীক্ষণ দেখলেন আমার ইংরিজি বইখানা। বললেন, বেশ শক্ত বই পড়ানো হয় তো।

তাঁর কথা শুনে আমার কি আনন্দই না হল। আমি বললুম, আমাদের আবার ইংরিজি ফিজিকস্‌, কেমিস্ট্রি পড়ানো হয়।

তিনি অবাক হয়ে গেলেন, বললেন, তাই নাকি?

আমি তাঁকে আমাদের সায়েন্স বইখানা এনে দেখালুম। তিনি বললেন, কি পড়া হয়েছে?

–প্রপারটিস্‌ অব্‌ এয়ার আর ব্যারোমিটার।

আমার কথাগুলো শুনে তিনি বেশ চম্‌কে গেলেন আর আমি খুব কৌতুক বোধ করলুম।

তিনি তখন রেবাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি খুকি?

রেবা লজ্জায় মুখ নীচু করে রইল। নতুন লোক দেখলে ওর ঐ রকম লজ্জা। আমি বললুম, বল্ না রে কি নাম?

তিনি তখন রেবার পশমের মত কোমল চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। রেবাও অনেক কষ্টে বলল, লেবা।

ও 'র' উচ্চারণ করতে পারে না। তিনি বললেন, বা। বেশ নাম তো তোমার, খাসা নাম তো তোমার।

কিন্তু দিন যত বয়ে গেল রেবার লজ্জাও তত কমে যেতে লাগল আর বিধু মাস্টারও রেবাকে বেশী ভালবাসতে লাগলেন। শুধু রেবাকেই না, তিনি আমাদের সবাইকে খুব ভালবাসতেন। তিনি পড়াতে আসবার পর প্রায়ই একজন ফেরিওয়ালা সুর করে হেঁকে যেত, চাই অবাক-জলপান, স্বাধীন ভাজা, ঘুঘনিদানা।

মাস্টার মশাইও আমাদের প্রায় ঐ কিনে খাওয়াতেন। নতুন মাইনে পেয়ে তিনি আমাদের সবাইকে বারো আনার কুল্পী বরফ খাইয়েছিলেন। সবাই তাই মাস্টারকে খুব ভালবাসতো। তাঁকে আদৌ দেখতে পারতুম না কেবল আমি। কেন তা জানি না। তথাপি আমার অনিচ্ছায় তাঁর অধীনে থাকতে হোত, কারণ মেজকাকার হুকুম। মেজকাকাকে আবার সবার চেয়ে ভয় করি, মায় বাবার চেয়েও। সুতরাং আমি খুঁজতে লাগলুম মাস্টারের ভুল-ত্রুটি, যাতে আমি তাঁর হাত থেকে রেহাই পাই। একদিন আমি জিজ্ঞেস করলুম, মাস্টার মশাই, পাহাড়ের হাইট মাপতে গেলে ব্যারোমিটার কি দরকার লাগে?

BANGLADARSHAN.COM

তিনি বললেন, দরকার লাগে নাকি? কে বলল?

–স্কুলের মাস্টার।

–তা হবে। কোথায় লেখা আছে বল তো?

–সায়েন্সের বইতে।

–দেখি সায়েন্সের বই।

আমি তাঁর হাতে বইখানা তুলে দিয়ে বললুম, কিছুই বুঝতে পারিনি মাস্টার মশাই।

তিনি বইয়ের পাতা খুলতে খুলতে বললেন, বেশ, বুঝিয়ে দিচ্ছি।

কিন্তু আমায় বোঝানো দূরের কথা তিনি নিজেই হয়তো সেই ইংরিজি অংশটার সঠিক অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন না। অগত্যা অনেকক্ষণ পর তর্জ্জমা করে দিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, বুঝতে পেরেছো?

আমি বললুম, কিছুই না।

তিনি বললেন, আচ্ছা, আমি তোমার বইখানা বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি, একবার পড়ে ভাল করে বুঝিয়ে দেবো।

বইখানা নিয়ে গেলেন সত্যি, সেটা আমায় ফিরিয়েও দিলেন যথাসময়ে; কিন্তু আমার প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারলেন না। কথাটা কাকাকে বলতে তিনি বললেন, আচ্ছা, কেমন পড়ায় তা আমি দেখছি।

পরের দিন থেকে তিনি আমাদের কাছে বসে পড়া শুনতে লাগলেন। মাস্টার মশাইয়ের পড়ানোর তিনি প্রায়ই ভুল ধরতেন। হয়তো বলতেন, লুসি গ্রের শেষের স্ট্যাঞ্জা দুটো আরও বিশদভাবে বুঝিয়ে দিন। ঐ যে ওর।

O'er rough and smooth she trips along
And never looks behind;
And sings a solitary song
That whistles in the wind.

ওর ভাবার্থটাও ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। বুঝেছেন কি না?

এ সব ক্ষেত্রে মাস্টার মশাই কোন কথা বলতেন না বড় একটা। কাকাকে তিনি বেশ সমীহ করে চলতেন।

তিনি বড় একটা বুদ্ধির অঙ্ক কষতে পারতেন না। একদিন কাকার সামনে তিনি একটা অঙ্ক এক্স দিয়ে কষছিলেন। কাকা বললেন, সব গোলমাল হয়ে গেল মাস্টার মশাই।

BANGLADARSHAN.COM

তিনি বললেন, কেন?

কাকা বললেন, ও অঙ্ক তো আলজেব্রার প্রসেস্ অনুযায়ী আপনি করতে পারবেন না।

যাই হোক, তিনি কিন্তু কোন উপায়েও আমায় অঙ্কটা বুঝিয়ে দিতে পারলেন না। তিনি চলে যাবার পর কাকা বললেন, মাস্টার তত সুবিধের নয়।

এমন সময়ে বিশ্বকর্ম্মা পূজা এল। আমরা বললুম, মাস্টার মশাই, আমাদের ঘুড়ি-লাটাই কিনে দিতে হবে।

তিনিও রাজী হলেন কারণ তিনি সম্প্রতি মাইনে পেয়েছিলেন। তিনি আমাদের সেণ্ট জেমস্ স্কোয়ারের দক্ষিণ কোণের একটা মনোহারী দোকান থেকে এক টাকার প্রায় ঘুড়ি লাটাই কিনে দিলেন। কিন্তু আমাদের তিনি যা কিনে দিতেন সে সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলা নিষেধ ছিল। এসব লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের দিতেন। রেবার জন্মদিনে তিনি তিন টাকা দামের একটা কলের রেলগাড়ি কিনে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, কাউকে বোলো না যেন ঘুণাক্ষরে।

বিশ্বকর্ম্মা পূজার দিন চারেক পর একদিন শ্রীনাথ দাস লেনে মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে দেখা। আমি নমস্কার করলুম। তিনি বললেন, এই যে, পিণ্টু যে। কোথায় চলেছো?

আমি বললুম, আপনি কোথায় থাকেন মাস্টার মশাই?

তিনি বললেন, এইখানেই।

–চলুন না দেখে আসি।

কি জানি কেন মাস্টার মশাইয়ের বাড়ি দেখবার জন্যে আমি অত্যন্ত উতলা হলুম। তিনি দ্বিধায় আমায় নিয়ে গেলেন তাঁর অপূর্ব্ব গৃহে। টিনের চাল দেওয়া একখানা মেটে বাড়ির দোতলায় একখানা ছোট্ট ঘরে থাকেন। সরু ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে ভয় করে। ফালি বারান্দাটা মানুষের ভারে সামান্য কাঁপে। আস্তে আস্তে তাঁর পিছু পিছু তাঁর ঘরের দিকে গেলুম। তিনি গিয়ে তাঁর ঘরের তালা খুললেন। অপরিষ্কার ও অপরিসর ঘর। দেওয়ালে কতকগুলো ক্যালেণ্ডার টাঙানো। একপাশে একখানা বিবেকানন্দের ছবি। মেঝের ওপর একটা খাটিয়া পাতা, তার ওপর আবার একটা কালো ও তেল-চিট্‌চিটে বালিশ। মাস্টার মশাই আমায় বসিয়ে 'আসছি' বলে কোথায় চলে গেলেন সহসা। আর আমি তাঁর ঘরখানা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলুম। বড় দুঃখ হ'ল তাঁর দারিদ্র্যক্লিষ্ট অবস্থা দেখে। ঘরের মধ্যে আর একখানা কাপড়ও নেই। যদিও বা একখানা আছে তাও শতচ্ছিন্ন এবং অত্যন্ত কালো। একটি জামা ও একখানি মাত্র কাপড়ে তাঁকে দিন কাটাতে হয়। আমার বড় অনুকম্পা জাগল তাঁর প্রতি। তাঁকে যে আমি এত ঘৃণা করতুম তা একেবারে বিস্মৃত হলুম। হঠাৎ যেন আমি একেবারে বদলে গেলুম।

BANGLADARSHAN.COM

এমন সময়ে মাস্টার মশাই এক ঠোঙ্গা খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। আমি ব্যথিত সুরে বললুম, ও সব আবার কেন মাস্টার মশাই?

তিনি আমার কথা শুনে একটু যেন আশ্চর্য্যান্বিত হলেন। আমতা আমতা করতে লাগলেন, না-না, এ আর এমন কি?

আমি বুঝলুম যে তাঁর শ্রমের পারিশ্রমিকটা এমন করে অপচয় করা তাঁর শরীরের বিন্দু বিন্দু রক্ত গ্রহণ করার সামিল। আমি তীব্র প্রতিবাদ করলুম, না, এ কখনই হবে না।

আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখে তাঁর মুখের চির প্রফুল্ল হাসি অকস্মাৎ যেন মিলিয়ে গেল। তিনি মুখ চুন করে বললেন, এ কি বলছো পিণ্টু?

আর সাহস হোল না কিছু বলতে। যাই হোক, বাড়ি ফেরার পথে সেদিনই আমি প্রতিজ্ঞা করলুম যে মাস্টার মশাই যাতে আমাদের জন্যে তাঁর মাইনে থেকে কিছু খরচ না করেন তার ব্যবস্থা করতে হবে। হাজার হোক বেচারা ঐ ক'টি টাকা সম্বল ক'রে কলকাতায় বাস করছেন।

কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা মত কাজ করবার আগেই একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটে গেল। মেজকাকা একদিন আমার ট্র্যানস্লেশনের খাতাখানা দেখতে দেখতে মাস্টার মশাইকে বললেন, এ সব কি পড়াচ্ছেন মাস্টার মশাই!

ইংরিজি আপনি দেখছি কিছুই জানেন না। I live in a boarding সেন্টেন্সটার মধ্যে ‘in’ কি এমন অপরাধ করেছে যে ওকে তুলে আপনি ‘at’ বসিয়ে দিলেন। আসলে ওর ভুল কোথায় তা তো দেখতে পেলেন না। আর Every bush and every tree was in bud সেন্টেন্সটার ‘was’ কেটে ‘were’ করলেন কোন্ Grammar অনুযায়ী? আপনি ফোর্থ ক্লাসের ছেলে পড়াবেন কেমন করে?

মাস্টার লজ্জায় মুখ নীচু করে রইলেন। আর আমি? আমি ভাবতে লাগলুম ভাবী বিপদের কথা। মেজকাকা বললেন, তাই বলি ছেলেরা এত খারাপ হয়ে যাচ্ছে কেন? পিণ্টু তোর হাফ্ ইয়ার্লি প্রোগ্রেস্ রিপোর্টটা নিয়ে আয় তো।

আমি ভয়ে ভয়ে আমার প্রোগ্রেস্ রিপোর্ট নিয়ে এলুম। মেজকাকা বললেন, দেখুন কি বিশ্রী রেজাল্ট। ইংরেজিতে তো ফেল। আর সবে রগ ঘেঁষিয়ে পাস করেছে। এর পর আর আপনাকে রাখতে আমি সাহস করি না। তা হলে ওদের পায়ে কুড়ুল মারা হয়। আমরা অন্য মাস্টার দেখবো। আপনার বাকী মাইনেটা দু’ তারিখে নিয়ে যাবেন।

মেজকাকার কথায় মাস্টার মশাই একটি প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করলেন না, নীরবে নিঃশব্দ পদক্ষেপে প্রস্থান করলেন। আমি তাঁর মুখের দিকে তাকাতে পারলুম না। এর জন্যে দোষী তো আমি। আমি তো মাস্টার মশায়ের ভুলগুলো মেজকাকাকে বলে বলে তাঁর মন একেবারে চটিয়ে রেখেছিলুম।

BANGLADARSHAN.COM

আমি অপরাধীর মত বসে রইলুম মুখ নীচু করে।

॥সমাপ্ত॥